বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

মামলা নং- ৬৫/২০২২

অভিযোগকারী : জনাব মোঃ ফাহিম তানভীর
এডভোকেট, জেলা জজ আদালত
ঢাকা।

বনাম

প্রতিপক্ষ :

১। অধ্যক্ষ, প্লেপেন স্কুল
প্লট: ৫৪৫/এ, রোড: ১৯, ব্লক: জে,
বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২২৯;

২। জনাব মোঃ আসিফ ইমরান খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও), এঞ্জেলিনা টেইলর
দোকান নং-১৯, প্যালাডিয়াম মার্কেট, গুলশান-২, ঢাকা।

চূড়ান্ত আদেশের তারিখ : ০৬-০৬-২০২৩

কমিশন :

১। জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
২। জনাব সালমা আখতার জাহান, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৩। জনাব সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৪। জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।

মামলার অভিযোগের বিবরণ:

অভিযোগকারী জনাব মোঃ ফাহিম তানভীর গত ২৭-০৬-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগে উল্লেখ করেন যে, প্লেপেন স্কুল রাজধানীর সুপরিচিত একটি ইংরেজি মাধ্যম বিধায় যেখানে প্রায় ১৫০০ জন শিক্ষার্থী নিয়মিত পড়াশুনা করে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত অন্যান্য ভাতা আদায় করে থাকে এবং বিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত দোকান হতে বিভিন্ন পণ্য ও সেবা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করে থাকে, যেমন: (১) সকল প্রকার বই বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয় থেকে ক্রয় করতে হয়; (২) বিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ১টি দোকান (এঞ্জেলিনা টেইলর, দোকান নং-১৯, প্যালাডিয়াম মার্কেট, গুলশান-২, ঢাকা) থেকেই বাধ্যতামূলকভাবে স্কুল ইউনিফর্ম বানাতে হয়, যদিও একই পোশাক অন্য দোকান থেকে অনেক কম খরচে বানানো সম্ভব; (৩) স্টেশনারী দ্রব্যের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি সেমিস্টারে বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা প্রদান করতে হয় (শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও), প্রতি সেমিস্টারে বিভিন্ন স্টেশনারি দ্রব্য এমনকি স্কেল/কাঁচি/স্কচটেপ ইত্যাদির জন্যও অর্থ জমা প্রদান করতে হয়, যা প্রতি সেমিস্টারে কোন শিক্ষার্থীরই নতুনভাবে কেনার প্রয়োজন হয় না, প্রদেয় অর্থের বিপরীতে বিদ্যালয় থেকে কোন ব্যয়ের বিবরণ প্রেরণ করা হয় না এবং অব্যবহৃত অর্থ বা প্রদত্ত অর্থে ক্রয়কৃত অব্যবহৃত সামগ্রী কখনও ফেরৎ প্রদান করা হয় না; (৪) প্রতি বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক খাতা স্কুল থেকে কিনতে বাধ্য করা হয় (সেই পরিমাণ খাতার প্রয়োজন না থাকা এবং পূর্বে ক্রয়কৃত খাতা অব্যবহৃত থাকা সত্ত্বেও প্রতি সেমিস্টারে নির্দিষ্ট সংখ্যক খাতা কেনা বাধ্যতামূলক)। এভাবে প্লেপেন স্কুল

বিভিন্ন প্রকার একচ্ছত্র ও প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এবং অনৈতিকভাবে ও হিসাব বহির্ভূতভাবে শিক্ষার্থীদেরকে একচ্ছত্র ও প্রতিযোগিতা বিরোধী সেবা ও পণ্য ক্রয়ে বাধ্য করার মাধ্যমে ক্রমাগত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড করে চলেছে যা প্রতিযোগিতা আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। প্লেপেন স্কুলের এহেন প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডের বিষয়ে স্বপ্রণোদিতভাবে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এবং একচ্ছত্র ও প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তির শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য আবেদনে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

<u>মামলার বিচার্য বিষয়:</u>

(১) প্লেপেন স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্কুলের শিক্ষার্থীদেরকে স্কুল থেকেই সকল প্রকার বই ক্রয় করতে বাধ্য করা হয় কি না?

(২) স্কুল কর্তৃক নির্ধারিত ১টি টেইলর (এঞ্জেলিনা টেইলর, দোকান নং-১৯, প্যালাডিয়াম মার্কেট, গুলশান-২, ঢাকা) থেকেই বাধ্যতামূলকভাবে স্কুল ইউনিফর্ম তৈরি করতে বাধ্য করা হয় কি না?

(৩) প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও স্টেশনারি দ্রব্যের জন্য প্রতি সেমিস্টারে স্কুলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিতে শিক্ষার্থীগণকে বাধ্য করা হয় কি না?

(৪) প্রতি বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক খাতা স্কুল থেকে ক্রয় করতে শিক্ষার্থীগণকে বাধ্য করা হয় কি না?

<u>কমিশনের কার্যক্রম:</u>

বিবেচ্য অভিযোগের বিষয়ে গত ১৪-০৮-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের ২০২২ সনের ৮ম সভায় আলোচনা হয় এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে আলোচ্য বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গত ০১-০৯-২০২২ তারিখে ২৬.১২.০০০০.১০৮.০৬.০২০.২২-৭৪৭ নং স্মারকমূলে নিম্নরূপভাবে ২ সদস্য বিশিষ্ট অনুসন্ধান দল গঠন করা হয়:-

(১) জনাব মোঃ সাজেদুর রহমান, সহকারী পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন-- আহবায়ক;

(২) জনাব শেখ রুবেল, লাইব্রেরিয়ান এবং জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন-- সদস্য।

উক্ত অনুসন্ধান দলকে ২২-০৯-২০২২ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য আলোচ্য স্মারকমূলে নির্দেশনা দেয়া হয় এবং নিম্নরূপভাবে অনুসন্ধান দলের কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হয়:

(ক) প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ লঙ্ঘিত (মনোপলি, ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, একচেটিয়াভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ, প্রতিযোগিতা পরিপন্থি কার্যক্রম বা কোন প্রকার জালিয়াতি) হয়েছে কিনা;

(খ) বিদ্যমান বাজারে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের/প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুশীলনের জন্য বিরূপ তথা সেবা সরবরাহ সীমিতকরণ ও বৈষম্যমূলক লেনদেন রয়েছে কিনা;

(গ) প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কোন উপাদান রয়েছে কিনা;

(ঘ) প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডের প্রাথমিক সত্যতা যাচাইকরণ/মূল্যায়ন।

উক্ত অনুসন্ধান দল ০৬-১২-২০২২ তারিখে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করে। অনুসন্ধান প্রতিবেদনের মতামত অংশে অনুসন্ধান দল নিম্নরূপ মতামত ব্যক্ত করে:

"(ক) প্লেপেন স্কুল কর্তৃক পুস্তকসামগ্রী, স্টেশনারী পণ্য কোটেশনের ভিত্তিতে সরবরাহের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। শিক্ষার্থীরা স্কুল ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতেও পুস্তকসামগ্রী ও স্টেশনারী পণ্য ক্রয় করতে পারে। তবে অভিভাবকের সুবিধার্থে স্কুল পুস্তকসামগ্রী ও স্টেশনারী পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা রেখেছে। সেহেতু প্রতিযোগিতা আইনের কোনো ধারা লঙ্ঘিত হয়নি।

(খ) ইউনিফর্ম তৈরির ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বুকলিস্টে এঞ্জেলিনা টেইলকে নির্ধারণ করা হয়েছে বিধায় অন্যান্য পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্কুলের ইউনিফর্ম তৈরি করতে পারছে না, যা প্রতিযোগিতা আইনের পরিপন্থী। ফলে প্লেপেন স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং এঞ্জেলিনা টেইলর যে উপায়ে স্কুলের ইউনিফর্ম তৈরীর এবং বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতোগিতামূলক পরিবেশ নিরুৎসাহিত করেছে এবং অব্যাহত রয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্লেপেন স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১৫ এর বিধান লঙ্ঘন করেছে।"

অনুসন্ধান প্রতিবেদনটির বিষয়ে গত ১১-১২-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের ২০২২ সনের ১৩তম সভায় আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

> "জনাব মোঃ ফাহিম তানভীর, এডেভোকেট, ঢাকা জেলা জজ আদালত কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং কমিশনের নিকট দাখিলীয় বিগত ২৭-০৬-২০২২ তারিখে অভিযোগ এর সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রাদির ভিত্তিতে অনুসন্ধান দল কর্তৃক দাখিলীয় অনুসন্ধান প্রতিবেদনের আলোকে প্লেপেন স্কুল কর্তৃপক্ষসহ এঞ্জেলিনা টেইলরকে প্রতিপক্ষ করে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর বিধান লংঘনের অভিযোগ আনয়নক্রমে মামলা রুজুপূর্বক শুনানির জন্য আগামী ২৬-১২-২০২২ তারিখ নির্ধারণক্রমে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষগণের নিকট নোটিশ জারি করতে হবে।"

উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে গত ১৫-১২-২০২২ তারিখে ৬৫/২০২২ নং মামলা রুজুপূর্বক ১৫-১২-২০২২ তারিখের ২৬.১২.০০০০.১০৯.৯৯.০০২.২০-৪৬০ নং স্মারকমূলে অধ্যক্ষ, প্লেপেন স্কুল এবং ২৬.১২.০০০০.১০৯.৯৯.০০২.২০-৪৬১ নং স্মারকমূলে জনাব মোঃ আসিফ ইমরান খান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও), এঞ্জেলিনা টেইলর বরাবর নোটিশ প্রেরণ করে ২৬-১২-২০২২ তারিখে শুনানিতে হাজির হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। অভিযোগকারী বরাবরও উক্ত নোটিশের কপি প্রেরণ করা হয়। ২৬-১২-২০২২ তারিখে প্লেপেন স্কুলের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ তাইবুর রহমান তুহিন (ওকালতনামাসহ), লেঃ কর্ণেল জনাব মোঃ ফজলুল হক (অবঃ), ডাইরেক্টর (এডমিন), প্লেপেন স্কুল এবং এঞ্জেলিনা টেইলর এর পক্ষে জনাব মোঃ আসিফ ইমরান খান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) কমিশনে হাজির হয়ে লিখিতভাবে সময় মঞ্জুরের জন্য প্রার্থনা করেন। অভিযোগকারী জনাব মোঃ ফাহিম তানভীর অসুস্থতাজনিত কারণে অনলাইনে সময় প্রার্থনা করেন। পরবর্তী ধার্য ০২-০১-২০২৩ তারিখে প্লেপেন স্কুল এবং এঞ্জেলিনা টেইলর এর পক্ষে তাদের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী কমিশনে লিখিত জবাব দাখিল করেন, যার সারমর্ম নিম্নরূপ:

(১) আনীত অভিযোগ সঠিক নয় এবং তা যথাযথভাবে দাখিল না করায় সরাসরি খারিজ হবে (২) অভিযোগকারীর অভিযোগ অস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় সরাসরি খারিজ হবে (৩) অভিযোগকারী প্লেপেন স্কুলের সাথে কিভাবে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ Lucas Standi কোন বর্ণনা নেই এবং কত তারিখে কিভাবে ১নং প্রতিপক্ষ ও তার প্রতিষ্ঠানের কোন্ বডি দ্বারা কিভাবে সংক্ষুব্ধ হলেন অর্থাৎ Cause of Action এর কোন বর্ণনা নেই ফলে অভিযোগটি সরাসরি খারিজ হবে, অভিযোগের ১নং দফায় উল্লেখ করা হয়েছে সকল প্রকার বই বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয় থেকেই ক্রয় করতে হয় কিন্তু ১নং প্রতিপক্ষ কখনও বই কেনার বাধ্যতামূলক মর্মে কোন আদেশ জারি করেনি এমনকি বই কেনা

কিংবা না কেনা অভিভাবকগণের ইচ্ছাধীন বিষয়। ১নং প্রতিপক্ষের বই ও স্টেশনারি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে তৈরি করার নিমিত্ত বিগত ২৪-০৪-২০২২ তারিখে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে তৈরি করতে চাইলে চাইনা ক্রাউন স্টেশনারি ইন্ডাস্ট্রিজ,সাদিয়া প্রিন্টিং প্যাকেজিং, মার্ক টেক এসোসিয়েট তাদের দর প্রদান কররে তা অভিভাবকদের অবহিত করার জন্য নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দেয়া হয় এবং আপত্তির সুযোগ রাখা হয়। উক্ত বিষয়ে কোন আপত্তি না আসলে তাদের মধ্য হতে সর্বনিম্ন দর প্রদানকারীকে নির্বাচন করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় সর্বনিম্ন দরদাতা সাদিয়া প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং-কে কাজে সুযোগ দেয়া হয়। অভিযোগকারী উক্ত দরপত্রের বিষয়ে কোন লিখিত আপত্তি না দিয়ে উক্ত বিষয় গোপন করে অত্র মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করায় অত্র অভিযোগ সরাসরি খারিজ হবে। অত্র অভযোগকারী বিগত ২৭.৬.২০২২ তারিখের অভিযোগের ২ নং দফায় উল্লেখ করেছে, এঞ্জেলিনা টেইলার্সে পোশাক তৈরি করা বাধ্যতামূলক। অথচ গত বছর ১৬৪০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৮১০ জন এঞ্জেলিনা টেইলার্সে পোশাক তৈরি করেছে। অপর পোশাকসমূহ বসুন্ধরা গেইটে বিসমিল্লাহ টেইলার্সে ও মিকো বুটিক এ্যান্ড টেইলার্সে, রুপায়ন টাওয়ারে তৈরি করছে। এঞ্জেলিনা টেইলার্সে পোশাক তৈরি করা বাধ্যতামূলক হলে বসুন্ধরা গেইটে বিসমিল্লাহ টেইলার্সে ও মিকো বুটিক এ্যান্ড টেইলার্স, রুপায়ন টাওয়ারে তৈরি করার সুযোগ থাকতো না। পোশাক তৈরির জন্য টেইলার নির্ধারণ অভিভাবকের ইচ্ছাধীন। এঞ্জেলিনা টেইলার্সে পোশাক তৈরির জন্য কোন অভিভাবককে বাধ্য করা হয়েছে এ রূপ কোন অভিযোগ কোন অভিভাবক লিখিতভাবে অবহিত করেনি। কোন অভিভাবক এঞ্জেলিনা টেইলার্সের সেবার মান নিয়ে কোনরূপ অসন্তুষ্টির বিষয় ১ ও ২ নং প্রতিপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত না করে শুধুমাত্র হয়রানির উদ্দেশ্যে তঞ্চকী অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে, ফলে ১ ও ২ নং প্রতিপক্ষ অত্র অভিযোগ হতে অব্যাহতি পাবে। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও স্টেশনারি দ্রব্যের অর্থ জমা নেয়া হয়। কিন্তু ১ নং প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানের নামে সুনির্দিষ্ট চেকে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখক্রমে অর্থ জমা নেয়া হয় এবং উক্ত অর্থ অভিভাবকগণ নিজস্ব চাহিদা মোতাবেক জমা প্রদান করে যাবে। ১ নং প্রতিপক্ষের বাধ্যতামূলক কোন নির্দেশনা নেই। কেননা একেক শিক্ষার্থী স্টেশনারি দ্রব্যের একেক রকম চাহিদা দিয়ে থাকে অর্থাৎ অভিভাবকগণ প্রয়োজন মাফিক টিক চিহ্ন দিয়ে স্টেশনারি অর্ডার দিলে লাইব্রেরি থেকে অর্ডার মোতাবেক স্টেশনারি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সরবরাহের কোন সুযোগ থাকে না। অভিভাবকগণ প্রায় ক্ষেত্রেই ভিন্ন লাইব্রেরি থেকে স্টেশনারি পণ্য সরবরাহ করে থাকে। ফলে ১নং প্রতিপক্ষের নিকট হতে স্টেশনারি সরবরাহ বাধ্যতামূলক না হওয়ার অভিযোগটি খারিজ হবে। উল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী শিক্ষার্থীদের বছর শেষে স্টেশনারি দ্রব্য অব্যবহৃত থাকে মর্মে অভিযোগকারী উল্লেখ করেছে। কিন্তু অভিভাবকদের অব্যবহৃত স্টেশনারি বিষয়ে তথ্য দিলে ১ নং প্রতিপক্ষের জানার সুযোগ থাকে না। কোন শিক্ষার্থীর অব্যবহৃত স্টেশনারি থাকলে সংশ্লিষ্ট শাখায় জমার সুযোগ থাকে। উক্ত জমা স্টেশনারিসমূহ অক্ষত অবস্থায় রক্ষিত থাকলে ফেরৎ নেয়া হয়। যেহেতু ১ নং প্রতিপক্ষ কোন আদেশে বাধ্যতামূলক কোন স্টেশনারি সরবরাহ করে না শুধুমাত্র অভিভাবকগণ প্রয়োজন মোতাবেক সরবরাহ করে ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্টেশনারি দ্রব্যের ফেরতের প্রয়োজন হয় না। ফলে অত্র মিথ্যা অভিযোগ খারিজ হবে।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কমিশনের চাহিদা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি কমিশনে পেশ করে:

(ক) ২০২০-২০২২ সময়ে বছর ভিত্তিক মোট শিক্ষার্থী: ২০২১-২০২২, শ্রেণি প্লে গ্রুপ-দ্বাদশ-১৬১৫ জন, ২০২২-২০২৩ প্লে গ্রুপ-দ্বাদশ-১৬৪০ জন।

(খ) বই, স্টেশনারি এবং ইউনিফর্ম সরবরাহকারী নির্বাচন প্রক্রিয়া

<u>(১) বই</u>

প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক সকল শ্রেণির উপযুক্ত বই নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে বই প্রকাশনীর কাছে কোটেশন চেয়ে দরপত্র আহবান করা হয়। বিভিন্ন সরবরাহকারীর নিকট থেকে দরপত্র গ্রহণের এক মাসের মধ্যে ম্যানেজমেন্ট একটি নির্দিষ্ট সরবরাহকারীকে নির্বাচন করে।

(২) স্টেশনারি পণ্য

শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের স্টেশনারি পণ্য ব্যবহার করে থাকে, যেমন: পেন্সিল, পেপার, আর্ট সামগ্রী। অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য করা গেছে, অভিভাবকগণ নিজ দায়িত্বে স্টেশনারি দ্রব্য সময়মতো কিনে না এবং সঠিক সময়ে স্কুলে পৌছাতে পারে না। এ ছাড়া সব স্টেশনারি দ্রব্যের মান ও প্রকার এক রকম হয় না। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। এ সব বিবেচনায় এতে স্টেশনারি সামগ্রী স্কুল থেকে কেনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বই এর ন্যায় স্কুল ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক দরপত্রের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয় যা অন্যান্য স্কুলগুলোও করে থাকে।

(৩) ইউনিফর্ম

শিক্ষার্থীরা সাধারণত বছরে একবার ইউনিফর্ম তৈরি করে থাকে। বিভিন্ন দর্জির কাছে তৈরি করলে সবার স্কুল ইউনিফর্মের ধরন, এক হয় না। কাপড়ের মান, বানানোর প্রক্রিয়া ইত্যাদির মধ্যে সঙ্গতি থাকে না । এ কারণ স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত দর্জির কাছে শিক্ষার্থীরা অর্ডার দিয়ে থাকে। দর্জির কাজের মান এবং মূল্য যাচাই করে দর্জি নির্বাচন করা হয়।

(৪) কোটেশন ও নির্বাচন প্রক্রিয়া

নির্বাচিত সরবরাহকারীর নিকট হতে স্কুল ইউনিফর্ম ক্রয় করা বাধ্যতামূলক নয়। মোট শিক্ষার্থীর বিপরীতে ৪৮% স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচিত টেইলর এর নিকট হতে পোশাক তৈরি করেছে। মোট শিক্ষার্থীর ১৬৪০ জন, পোশাক তৈরি করেছে ৮০০ জন। স্কুলে ক্যামব্রিজ কারিকুলাম এর বই পড়ানো হয়। কিন্তু স্কুল হতে বই কেনা বাধ্যতামূলক নয়। তবে স্কুল বুক-স্টলে সকল ক্লাসের বইয়ের সংগ্রহ থাকে। স্কুল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বুক স্টল বা দেশের বাহির হতে চাহিদা মোতাবেক বই সংগ্রহ করে থাকে। এ বইগুলো অভিভাবকগণ ইচ্ছা করলে কিনতে পারেন। অভিজ্ঞাতা থেকে দেখা গেছে, অভিভাবকগণ নিজ দায়িত্বে স্টেশনারি দ্রব্য কেনার পরে তা ঠিক সময় মতো স্কুলে পৌছাতে পারে না এবং সময়মতো কিনে না। এছাড়া, সব স্টেশনারি দ্রব্যের মান ও প্রকার একই রকম হয় না। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতো। এ সব কিছু বিবেচনায় এনে স্টেশনারি সামগ্রী স্কুল থেকে কেনার সিদ্ধান্ত নেয়া বইয়ের মতো অনুরুপভাবে দরপত্রের মাধ্যমে ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক উপযুক্ত সাপ্লায়ারকে নির্বাচন করা হয়- যা অন্যান্য স্কুলগুলো করে থাকে। একজন অভিভাবকের ১ জোড়া পোশাক ক্রয় বাধ্যতামূলক। তবে অভিভাবকগণের ইচ্ছানুযায়ী একাধিক পোশাক তৈরি করতে পারেন। ১ নং প্রতিপক্ষ স্কুলের শৃংখলার স্বার্থে ড্রেসের অভিন্নতা রক্ষার্থে ডিজাইন ঠিক রাখার জন্য সর্বনিম্ন দরপ্রদানকারীর মাধ্যমে ভালো পোশাক সরবরাহের চেষ্টা করছে। এ রুপ পোশাক তৈরিতে অভিভাবকের কোনরূপ অসন্তুষ্টি হলে ১ ও ২ নং প্রতিপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করার সুযোগ থাকে এবং তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরুপ পোশাক তৈরি যেহেতু বাধ্যতামূলক নহে ফলে একচ্ছত্র ও প্রতিযোগিতা বিরোধী সেবা ও পণ্য ক্রয়ের কোন সুযোগ নেই। এহেন পরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সাথে প্রতিপক্ষগণের কোনরুপ সম্পৃক্ততা নেই বা থাকায় প্রশ্ন ওঠে না, বিধায় অত্র প্রতিপক্ষ আইন অনুযায়ী অব্যাহতি পেতে হকদার।

অভিযোগকারীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ:

অত্র মামলায় মোট ৬টি ধার্য তারিখে মামলার কার্যক্রম পর্যালোচনাসহ শুনানি গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে অভিযোগকারী ৪টি ধার্য তারিখে কমিশনে হাজির হয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। অবশিষ্ট ধার্য তারিখসমূহের অনুপস্থিতির বিষয়ে অভিযোগকারীর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। অভিযোগকারী ২৬-০১-২০২৩ তারিখের শুনানিতে হাজির হয়ে কমিশন কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি এবং প্লেপেন স্কুলের মনোগ্রাম সংবলিত Book List for Class-iv for the Academic Year July 2022-June 2023 দাখিল করেন। উক্ত বুকলিস্টে ১৬ প্রকারের বইয়ের নাম, Exercise Copies for First and Second Semester এর বিবরণ (ছক আকারে) এবং নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ উল্লেখ করা আছে:

- Uniforms should be ordered from the following address:
  ANGELENA

  Gulshan-2, Palladium Market, shop#19
- Shortswear should be bought from school

কমিশনের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে ০২-০১-২০২৩ তারিখে এঞ্জেলিনা টেইলর এর প্রতিনিধি কমিশনকে জানান যে, তারা ০৩ বছর ধরে প্লেপেন স্কুলে ইউনিফর্ম সরবরাহ করছে।

উপরে বর্ণিত বুকলিস্টের নির্দেশনায় দেখা যায় যে, এঞ্জেলিনা টেইলর থেকে ইউনিফর্ম সংগ্রহ করা এবং স্কুল থেকে স্পোর্টস ওয়্যার সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ কর্তৃক অভিযোগের দায় অস্বীকার করে ০২-০১-২০২৩ তারিখে কমিশনে দাখিলকৃত লিখিত বক্তব্য সঠিক বলে বিবেচিত হয়নি। মামলার অভিযোগ সম্পর্কে যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে অভিযোগকারী বিনা তদবিরে কমিশনে অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে কমিশনে প্রতিপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত যুক্তিতর্কসমূহ অভিযোগকারীর পক্ষে খন্ডনের সুযোগ ছিল না।

উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে বিবেচ্য বুকলিস্টের নির্দেশনাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ বলে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় কমিশন কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পর্যবেক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অত্র মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা হলো:

(১) স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য পোশাক সংগ্রহ করা, পোশাক তৈরি করা, বই কেনা, স্পোর্টস ওয়্যার ইত্যাদি কোন নির্দিষ্ট দোকান বা সরবরাহকারীর নিকট হতে ক্রয় করার নির্দেশ দান হতে বিরত থাকা। বর্ণিত সামগ্রী সংগ্রহ কার্যক্রম যথাযথ প্রচারের মাধ্যমে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং এ সকল কার্যক্রমের ধারাবাহিক বিবরণ স্কুলের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশনে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা;

(২) প্রয়োজন ব্যতিরেকে স্টেশনারি দ্রব্যের জন্য সেমিস্টার প্রতি যে কোন পরিমাণ অর্থ জমা প্রদানের রীতি পরিহার করা;

(৩) ফি বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক খাতা স্কুল থেকে ক্রয় করার বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা থেকে বিরত থাকা;

(৪) উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ ছাড়াও স্কুলের যে কোন কার্যক্রমে প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি সম্পাদন হতে বিরত থাকা;

(৫) প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষ এবং সেমিস্টার সমাপনান্তে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণসমূহের আলোকে স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহিত বাস্তবায়ন কার্যক্রমের উপর ফলোআপ প্রতিবেদন বাধ্যতামূলকভাবে কমিশনে জমা প্রদান করা;

(৬) উল্লিখিত পর্যবেক্ষণসমূহের বিষয়ে গৃহিত পদক্ষেপের উপর আগামী এক মাসের মধ্যে কমিশনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন জমা প্রদান করা।

মোঃ হাফিজুর রহমান	সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান	সালমা আখতার জাহান	প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
সদস্য	সদস্য	সদস্য	চেয়ারপার্সন